প্রথম আলো

তারিখ 01 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

পাঠ্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে মাধ্যমিকে শিক্ষাপঞ্জি চালুর সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বছরের কোন সময়ে কী পড়ানো হবে, তা নিয়ে শিক্ষাপঞ্জি চালুর সুপারিশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তাদের শুধু প্রশাসনিক কাজে না লাগিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য এ সুপারিশ করা হয়।

সংসদ ভবনে গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে এ সুপারিশ করা হয়।

বৈঠকের কার্যপত্র থেকে জানা যায়, বর্তমানে দেশে ১৮ হাজারের বেশি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর জন্য বর্তমানে যে শিক্ষাপঞ্জি চালু আছে, তাতে কবে ছুটি থাকবে, কখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ও পরীক্ষা শেষের কত দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে ইত্যাদির উল্লেখ আছে। কিন্তু মান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষাপঞ্জিতে কখন কী পড়ানো হবে, তার কিছুই উল্লেখ নেই।

বৈঠক সূত্র জানায়, বৈঠকে সদস্যরা বলেন, সরকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে সব ধরনের সুবিধা দিচ্ছে। বিনা মূল্যে বই ও চার ধরনের উপবৃত্তি দিচ্ছে। কিন্তু বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান কোন পর্যায়ে আছে, সে বিষয়ে কোনো খোঁজ রাখছে না। শিক্ষা কর্মকর্তা পরিদর্শনে গিয়ে তহবিল ও ভবন দেখেন। পাঠ্যক্রমের কতটুকু পড়ানো হলো, সেটা দেখেন না।

বৈঠক শেষে কমিটির সভাপতি আফছারুল আমীন সাংবাদিকদের বলেন, কমিটি মনে করে, শিক্ষাপঞ্জিতে বছরের কোন সপ্তাহে কোন বইয়ের কোন অধ্যায় পড়ানো হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। এতে সময়ে সময়ে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা পরিদর্শনে গিয়ে জানতে পারবেন, শিক্ষকেরা যথাসময়ে পাঠ্যক্রম শেষ করেছেন কি না। শেষ করে না থাকলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

বৈঠকে সারা দেশে নবম শ্রেণির জন্য অভিন্ন প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা যায় কি না, সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য মন্ত্রণালয়কে বলা হয়। এ জন্য কমিটি অন্তত একটি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে অভিন্ন প্রশ্নপদ্ধতি চালুর সুপারিশ করেছে।

সংসদ সচিবালয় থেকে জানানো হয়, বৈঠকে চট্টগ্রাম শহরে কমপক্ষে পাঁচটি সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। এ ছাড়া উপবৃত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা হয়।

আফছারুল আমীনের সভাপতিত্বে বৈঠকে কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর কবীর নানক, মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ, গোলাম মোস্তফা, এস এম আবুল কালাম আজাদ ও মামুনুর রশিদ অংশ নেন।